JAN. 20 2002

যুগান্তর

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

জাবিতে ছাত্রদলের নাম ভাঙিয়ে সন্ত্রাসী গ্রুপের চাঁদাবাজি

জাহিদুর রহমান খান, *জাবি থেকে*

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হলে ছাত্রদলের নাম ভাঙিয়ে সাধারণ ছাত্রদের মারধর, হয়রানি ও চাঁদাবাজির রাজত্ব কায়েম করেছে তাহের ও ফরহাদের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসী গ্রুপ। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর এই চক্রটি নিজেদের ছাত্রদল পরিচয় দিয়ে একের পর এক সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ছে। এই গ্রুপের হাতে রিকশাওয়ালা, ক্যান্টিনবয় থেকে হলের সাধারণ ছাত্র, সাংবাদিক কেউই রেহাই পাননি। সর্বশেষ গত সাত দিনে এই গ্রুপের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মেধাবী ছাত্র বেদমভাবে প্রহৃত হয়েছেন।

গত বৃহস্পতিবার রাতে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র জাহিদ আল মামুন শিপুকে (২৫) তাহের গ্রুপ মারাত্মক আহত করে। শিপু মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষা শেষে হলের ৪১২/বি নম্বর রুমে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়ার সময় তাহের ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা শিপুকে জোর করে ৪৫৭/বি রুমে নিয়ে হকিস্টিক, রড, হাতুড়ি দিয়ে নির্মমভাবে পেটায়। আঘাতে তার মাথা ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হলে অজ্ঞান অবস্থায় তাকে ফেলে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের কর্তব্যরত ডাক্তার শিপুর মাথায় ৬টি সেলাই দেন। পরে তাকে সভার সলিমুল্লাহ ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। এই চক্রের পৈশাচিক নির্যাতনের শিকার হয়ে বিছানায় ছটফট করছেন ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্সের মেধাবী ছাত্র গোলাম রাব্বানী (২৫)। ফরহাদের (গণিত) নেতৃত্বাধীন গ্রুপের টাকার বিনিময়ে হলে সিট বরাদ্দ দেয়ার প্রতিবাদ করলে রাব্বানীকে গত ১২ জানুয়ারি রাতে বেধড়ক পেটানো হয়। পরে রুমে গিয়ে হুমকি প্রদান করা হয় যে, এই ঘটনা কেউ জানলে হলছাড়া করা হবে। ভয়ে ভটস্থ সাধারণ ছাত্ররা কেউ এখন পর্যন্ত তাহের-ফরহাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেয়নি। অভিযোগ না পেলে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব নয় বলে হল প্রশাসন জানিয়েছে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপে জড়িতরা ছাত্রদলের কেউ নয় বলে ছাত্রদলের একাধিক নেতা জানিয়েছেন। নেতারা আরও জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সাংগঠনিকভাবে কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। এই তাহের-ফরহাদ চক্রটিই দৈনিক ইত্তেফাকের জাবি প্রতিনিধি সরদার মোবায়েরকে হল থেকে বের করে দিয়ে ওই হল সাংবাদিকমুক্ত করে।